প্রণয় পাশা

সুচিত্রা · সৌমিত্র

অভিনীত

পরিচালনা মঙ্গল চক্রবর্তী সংগীত হেমন্ত মুখার্জি

ত্রিনাথ চিত্রমের প্রথম নিবেদন

প্রণয় পাশা

প্রযোজনা ঃ

মোহন চট্টোপাধ্যায়
দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

কাহিনী, চিত্রনাট্য, পরিচালনা ঃ

মঙ্গল চক্রবর্তী

সংগীত পরিচালনা ঃ

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সংগঠক ঃ
শিশির চ্যাটার্জী। মোহন চ্যাটার্জী
চিত্রগ্রহণ ঃ বিজয় ঘোষ
শিল্পনির্দেশনা ঃ প্রসাদ মিত্র
সম্পাদনা ঃ রবীন দাস
শব্দগ্রহণ ঃ অতুল চট্টোপাধ্যায়
শব্দপুনর্যোজনা ঃ জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়
দৃশ্যসংগঠনে ঃ গোপীনাথ সেন
ব্যবস্থাপনায় ঃ সোমনাথ দাস
প্রচ্ছদপট অঙ্কনে ঃ প্রবোধ ভট্টাচার্য্য
হিসাবরক্ষক ঃ যোগেন ঘোষ
পরিচয়লিখন ঃ দিগেন স্টুডিও

গীতিকার ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
নেপথ্যকন্ঠে ঃ
আশা ভোঁসলে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
প্রচার পরিকল্পনা ঃ রঞ্জিৎ মিত্র
শব্দগ্রহণে ঃ রথীন ঘোষ। বীরেন নস্কর
সাজসজ্জা ঃ
সিনে ড্রেসের পক্ষে দাশরথী দাস
রূপসজ্জা ঃ হাসান জামান। ভীম নস্কর
কেশবিন্যাস ঃ
অসিত দাশগুপ্ত। মিস্ কেটি। মিসেস্ রীতা
মিসেস্ এ্যানি
স্থিরচিত্র ঃ এড্না লরেঞ্জ

সহকারী পরিচালনা ঃ
জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য। সুনীল দাস। রথীশ দে সরকার

সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনা ঃ অমর মুখোপাধ্যায় o চিত্রগ্রহণ ঃ পঙ্কজ দাস। স্বপন দত্ত o সংগীত ঃ সমরেশ রায়
সম্পাদনা ঃ অনিল নন্দন o সংগীতগ্রহণে ঃ বলরাম বারুই
পরিচয়লিখন ঃ লালটু রায়। রূপসজ্জা ঃ কাতিক দাস। অজিত মণ্ডল
শব্দপুনর্যোজনায় ঃ ভোলা সরকার। রবীন চৌধুরী। পাঁচুগোপাল ঘোষ

ব্যবস্থাপনায় ঃ

বিজয় দাস। রমনী দাস। মাষ্টার জয়দেব দাস

স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে গৃহীত এবং ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাইভেট লিঃ-এ আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকারে ঃ

অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী। হসপিট্যাল এপ্লায়েন্সস ম্যানুফ্যাকচারিং এজেন্সী। আশুতোষ দাঁ
এস, কে, ঝুনঝুনওয়ালা। গোপাল রায়। অমল রায়। বিমলেন্দু সেন। দিলীপ মুখার্জী
অমরনাথ (ডেকরেটর) ভুবনেশ্বর নন্দন কানন এবং বটানিক্যাল গার্ডেন কর্তৃপক্ষ
কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আলোকনিয়ন্ত্রণে ঃ

শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিপদ হাইত। নিতাই শীল। গুণনিধি লঙ্কা। জগা সিং
তুলসী ভট্টাচার্য্য। দিবাকর রাউত। দুঃখী নস্কর। পল্টু দাস

প্রধান ভূমিকায় ঃ

সুচিত্রা সেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অন্যান্য চরিত্রে ঃ

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণকুমার। মোহন চট্টোপাধ্যায়
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সদানন্দ.চক্রবর্তী
দিলীপ চট্টোপাধ্যায়। রঘুনাথ। সুজিত
নারায়ণ। পঞ্চানন। দিলীপ সেন
ছায়া দেবী। ঝুমুর গাঙ্গুলী
মঞ্জুলা দে। কেয়া চক্রবর্তী
মিতা চ্যাটার্জী। গীতা কর্মকার
মিস্ শেফালী

বিশ্ব-পরিবেশনা ঃ

চন্দ্রিমা পিকচার্স। কলিকাতা

কাহিনী

পাটনা হাইকোর্টের ব্রীফলেস ব্যারিস্টার বিনায়ক চৌধুরী মদ ও রেসের সর্বনাশা নেশায় সর্বস্ব হারিয়ে শুধু পয়সার লোভে তার সুন্দরী স্ত্রীকে তারই বন্ধু ধনী কোলিয়ারী-মালিক অনাদি সেনের হাতে তুলে দিয়ে, তারই পয়সায় মদের নেশায় দিনরাত ডুবে রইল।

বিনায়কের একমাত্র ছেলে রাজেশ, শিশুকাল থেকেই নিজের মায়ের প্রতি জঘন্য অত্যাচার দেখতে দেখতে তার অবচেতন মনের অবরুদ্ধ আক্রোশে মনের সমস্ত সুকোমল বৃত্তিগুলি হারিয়ে ফেলে হয়ে উঠল এক অস্বাভাবিক মনোবিকারগ্রস্ত।

বিনায়ক চৌধুরীর মৃত্যু হয় এক দুর্ঘটনায়। লোকে বলাবলি করে অনাদি সেনই তাকে নাকি খুন করেছে। আকস্মিক এই বিপদে রাজেশের মা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগল হয়ে যায়। অনাদি সেন তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় এবং রাজেশকে নিজের কাছে নিয়ে এসে ছেলে খোকনের সঙ্গে একসঙ্গে মানুষ করতে থাকে।

এই বিপর্যয়ে রাজেশের কিন্তু কোন মানসিক চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না, বরং সে হয়ে ওঠে আরও গম্ভীর আরও স্থিরপ্রতিজ্ঞ। আর খোকনের প্রতি এক বিজাতীয় হিংসা ও ঘৃণা নিয়ে তারই সঙ্গে বড় হতে থাকে রাজেশ।

অনাদি সেন মারা যাওয়ার পর তার বিরাট ব্যবসার মালিক হল খোকন। রাজেশ তার প্রখর বুদ্ধির জোরে তার ব্যবসার অংশীদার হল। ক্রমে খোকনের ব্যবসায়িক অজ্ঞতা ও অবহেলার সুযোগে রাজেশ তার ব্যবসা নিজের হাতের মুঠোয় করে ফেলল।

কলকাতার আধুনিক উচ্চবিত্ত সমাজে সবার মুখে দুটি নাম—খোকন সেন আর রাজেশ চৌধুরী। তারা ছাড়া কোন পার্টি হয় না, কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় না। তাদেরই বন্ধু দীপেন সান্যালের চিত্রপ্রদর্শনীতে রাজেশের সঙ্গে দেখা হল দীপেনের মামাতো বোন তাপসী মৈত্রের।

প্ল্যানটার্স ত্রিদিব মৈত্রের মেয়ে তাপসী আধুনিক সমাজের বহু ছেলেরই সংস্পর্শে এসেছে, কিন্তু কেউই কোনদিন তার মনে কোন দাগ কাটতে পারেনি, কিন্তু প্রথম দিনই রাজেশ তার মনকে স্পর্শ করল।

তারপর প্রায় প্রতিদিনই রাজেশের সঙ্গে তাপসীর দেখা হতে লাগল। কিছুদিন চলার পর তাপসী বুঝতে পারল এই রাজেশের সঙ্গেই তার জীবনটা বাঁধা।

ত্রিদিববাবু সব কথা জানতে পেরে, রাজেশ সম্বন্ধে খবর নিতে গিয়ে জানতে পারলেন তার বাল্যকালের ইতিহাস, তিনি একেবারে বেঁকে বসলেন। তিনি জানালেন, এই রকম যার বাপ-মা সেই ছেলের হাতে আমি মেয়ে দিতে পারি না।

সব শুনে তাপসী বলল, এটা তার দুর্ভাগ্য হতে পারে কিন্তু এতে রাজেশের দোষ কোথায়?

তার মা চন্দ্রপ্রভাও সায় দিয়ে বললেন, এত দুর্ভাগ্যের মধ্যে জন্মেও সে তো মানুষ হয়েছে, নিজের পায় দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া মেয়ে বড় হয়েছে—মেয়ে যা চায় তাই কর।

বাধা দিয়েছিল আরও অনেকেই, কিন্তু কারো কোন বাধাই মানেনি তাপসী, এক রকম জিদ করেই বিয়ে করেছিল রাজেশকে—

কিন্তু বিয়ের ছ'মাস যেতে না যেতেই সে উপলব্ধি করেছিল জীবনটাকে নিয়ে কি সাংঘাতিক জুয়াই সে খেলেছে—এই সর্বনাশা জুয়া খেলায় তাপসী কি শেষ পর্যন্ত জিততে পেরেছিল? না হেরে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল গভীর অন্ধকারের অতল তলে? সেটা রূপালী পর্দায় দেখে উপলব্ধি করুন।

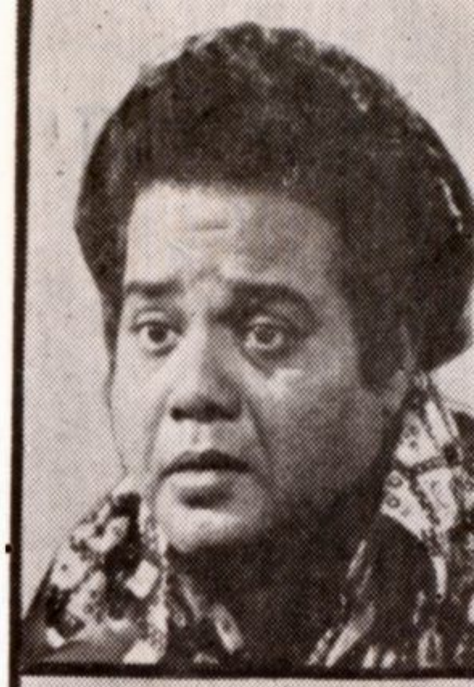

গান

এক

স্বপ্ন কখনো সত্যি যে হতে পারে
বুঝিনি তো আমি আগে
যা কিছু চেয়েছি, সবটুকু পেয়েছি
ভেবে যেন ভাল লাগে।
তাই আকাশে টুক্‌রো মেঘে
সোনা রং আছে লেগে।
মন আমার সেই রং-এ ভরানো
আমার প্রাণের খুশী ছড়ানো।
নতুন গন্ধ ফুলে জাগে
ভেবে যেন ভাল লাগে।
আজ আমায় পূর্ণ করে জীবন উঠেছে ভরে
বুঝেছি পরম পাওয়া এইতো
কোথাও আঁধার আর নেইতো ;
ভরে আছি শুধু অনুরাগে
ভেবে যেন ভাল লাগে ॥

দুই

ঝিম্ ঝিম্ নেশা ধরে রক্তে রক্তে রক্তে।
কামনার আগুনের ফুল্‌কি
মরীচিকা পিছে মিছে ছোটে যে
সে কখনো বোঝে তার ভুল কি ?
হরিণীকে কখনো কি ধরা যায়
বালুচরে বাসর কি গড়া যায়
যদি না থাকতো ভ্রমরেরি লালসা
মধু নিয়ে করতো সে ফুল কি ?
ছায়া ছায়া মায়াবিনী এই রাত
মানবো না আজ কোন অজুহাত
ব্যাধ কি শিকার তার ছাড়ে গো
ধনুকের তীর ছুঁড়ে মারে গো
(হায়) ভাঙ্গনের হাত থেকে কখনো
বাঁচে বলো নদীর কূল কি ?

চন্দ্রিমা পিকচার্স প্রযোজিত ও পরিবেশিত

সম্পূর্ণ রঙ্গীন ছবি

আবার কর্ণফুলী আবার সমুদ্র

কাহিনী
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য
সলিল সেন

সংগীত
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পরিচালনা
সুশীল মজুমদার

চন্দ্রিমা পিকচার্স নিবেদিত ও পরিবেশিত

সম্পূর্ণ রঙ্গীন ছবি

হিরণ্য গড়ের বধূ

কাহিনী • চিত্তরঞ্জন মাইতি

চিত্রনাট্য•পরিচালনা মঙ্গল চক্রবর্তী

চন্দ্রিমা পিকচার্স ৯, ক্রুকেড লেন হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
এসডি প্রিন্টার্স । কলিকাতা-৬ কর্তৃক মুদ্রিত।